উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব এ, কে,এম, ফজলুর রহমান

এবং

বিচারপতি জনাব শেখ মোঃ জাকির হোসেন

ফৌজদারী আপীল নং-২৫৪৫/২০০৬

মোঃ লুৎফর রহমান ওরফে মোঃ লুৎফর

----দন্ডিত -আপীলকারী।

বনাম

রাষ্ট্র

---- রেসপনডেন্ট।

জনাব মোঃ সাইদুর রহমান, এ্যাডভোকেট

সঙ্গে জনাবা চেমন আক্তার, এ্যাডভোকেট

----আপীলকারীর পক্ষে।

জনাবা শাকিলা রওশন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল

সংঙ্গে

জনাবা শারমিনা হক এবং

জনাব সোহরাওয়ার্দী, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেলদ্বয়

----- রেসপনডেন্ট পক্ষে।

শুনানীঃ ১০, ১৭ আগস্ট, ২০১১ ইং।

রায় প্রদানঃ ২৪ আগস্ট, ২০১১ ইং।

বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেনঃ

ইহা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ২৮ ধারার বিধান অনুযায়ী সাজার রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে একটি আপীল।

দন্ডিত-আপীলকারী মোঃ লুৎফর রহমান ওরফে মোঃ লুৎফরকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, দিনাজপুর, (পরবর্তীতে শুধু ট্রাইব্যুনাল হিসাবে অভিহিত হইবে) নারী ও শিশু নির্যাতন মামলা (যাহা পরবর্তীতে শুধু মামলা হিসাবে অভিহিত হইবে) নং ৩৭০/২০০৫ যাহার জি,আর নং-১৯৯/২০০৫, যাহা নবাবগঞ্জ থানার মামলা নং-১৪ তারিখ ১১.০৮.২০০৫ হইতে উদ্ভুত, তাহাতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (পরবর্তীতে

শুধু আইন হিসাবে অভিহিত হইবে) এর ৯(৪)(খ) ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্তক্রমে ৩১.০৫.২০০৬ ইং তারিখে ৭ (সাত) বৎসর সশ্রম কারাদন্ডসহ ৩০০০/-(তিন হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ৬ (ছয়) মাসের কারাদন্ডের আদেশ প্রদান করিলে তাহার বিরুদ্ধ সংক্ষুব্ধ হইয়া অত্র আপীল দায়ের করিয়াছেন। যাহা অত্র আদালতে ২৫.০৭.২০০৬ ইং তারিখে গৃহীত হয় এবং পরবর্তীতে ২৬.০৪.২০০৭ ইং তারিখে আপীলকারী প্রথমে ৬ (ছয়) মাসের জামিনে মুক্তির আদেশ প্রাপ্ত হন, যাহা সময়ে সময়ে বর্ধিত হইয়া আপীলটি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বর্ধিত হইয়াছে।

আপীলটি নিষ্পত্তির স্বার্থে রাষ্ট্রপক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত ঘটনা এই যে, ভিকটিম ১নং সাক্ষী নবাবগঞ্জ থানায় এই মর্মে এজাহার করেন যে, তিনি একজন গৃহবধু। তাহার কোন সন্তান নাই। নবাবগঞ্জ থানার উত্তর বোয়ালমারী গ্রামে স্বামীর বাড়ীতে বসবাস করা অবস্থায় গত ইং ০৫.০৭.২০০৫ মোতাবেক বাংলা ২১শে আষাঢ় ১৪১২ সাল সময় অনুমান রাত্রি ১১.০০ ঘটিকার সময় স্বামী মোঃ মঞ্জুরুল ইসলাম যমুনা নদীতে খেয়াপারাপার কাজে নৌকায় থাকায় স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগে আসামী মোঃ লুৎফর রহমান রাত্রি ১১.০০ ঘটিকার সময় তাহার শয়ন ঘরের দরজা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করে এবং আসামী মোঃ লুৎফর রহমান ঘরে ঢোকা মাত্র বিছানা হইতে উঠিয়া ঘরে থাকা হারিকেনের আলোতে আসামী মোঃ লুৎফর রহমানকে চিনিতে পারে এবং কেন ঘরে ঢুকিয়াছে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে আসামী একটি ছোরা বাহির করিয়া চুপচাপ থাকিতে বলে এবং উক্ত ছোরা হাতে লইয়া আসামী লুৎফর রহমান ক্রমাগত তাহার বিছানার দিকে অগ্রসর হয় এবং বুকে ছোরা ধরিয়া বলে চিৎকার করিবে না। চিৎকার করিলে খুন করিয়া ফেলিব। তিনি প্রাণ ভয়ে কোন কথা বলিতে পারে নাই। এইভাবে তাহার কাছে আসিয়া ছোরাটি মেঝেতে ফেলিয়া চৌকির উপর বিছানায় উঠিয়া তাহাকে জোর পূর্বক জড়াইয়া ধরে। তাহার মুখে শাড়ীর আঁচল ঢুকাইয়া শাড়ী, ব্লাউজ,

পেডিকোট টানিয়া ছিড়িয়া ফেলিয়া বুকে খামচাইয়া ধরে ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর পূর্বক উপর্যুপরী ধর্ষণ করে। ইহাতে তাহার শরীরের বুকে, মুখে ও যৌনাঙ্গে আঘাত প্রাপ্ত হয়। অতঃপর আসামীর কবল হইতে প্রানপণ বাঁচার জন্য এক পর্যায়ে হাত দিয়া মুখের কাপড় টানিয়া ফেলিয়া চিৎকার দেওয়া শুরু করিলে সাক্ষী (১) সুখি মাই বেওয়া, (২) বাবু, (৩) নুরজিয়া ব্যক্তিগণ দ্রুত ঘটনাস্থলে আসিতে থাকিলে আসামী লুৎফর রহমান তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া পালাইয়া যায়। ১-৩ নং সাক্ষীগণ আসামীকে পালাইয়া যাওয়ার সময় ধরার চেষ্টা করিলে আসামী ১নং সাক্ষীকে ধা°৷ মারিয়া চলিয়া যা। অতঃপর তাহাকে বিবস্ত্র অবস্থায় ১-৩ নং সাক্ষীগণ স্বচক্ষে দেখে এবং তাহার নিকট ঘটনার কথা শোনে। তাহার চিৎকারে তাহার স্বামী মঞ্জুরুলসহ গ্রামের লোকজন পর্যায়ক্রমে মোচাঃ জোবেলা, নুরজিয়া, আজিজার রহমান, এনছেনা ব্যক্তিগণ রাত্রিবেলা ঘটনাস্থলে আসিয়া তাহার নিকট ঘটনা শোনে এবং স্থানীয়ভাবে গ্রাম্য সালিশে অত্র ঘটনা মীমাংসা করার চেষ্টা করিলে আসামী সালিশে উপস্থিত না হওয়ায় মামলা করিতে একটু বিলম্ব হইল।

অতঃপর আইনের ৯(১) ধারায় ধর্ষণের অভিযোগে নবাবগঞ্জ থানায় মামলা নং-১৪ তারিখ ১১.০৮.২০০৫ উদ্ভব হয়; যাহার জি,আর নং-১৯৯/২০০৫। অতঃপর নবাবগঞ্জ থানার পুলিশ তদন্ত সাপেক্ষে আইনের ৯(১) ধারায় ২১.০৫.২০০৫ ইং তারিখে অভিযোগপত্র নং-২০০ দাখিল করেন। তৎপর মামলাটি বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনালে আসিলে তাহা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন মামলা নং-৩৭০/২০০৫ হিসাবে নিবন্ধিত হয় এবং ট্রাইব্যুনাল মামলাটি আমলে নিয়া আসামীর বিরুদ্ধে আইনের ৯(১) ধারায় ১১.০৩.২০০৬ তারিখে অভিযোগ গঠন করিয়া পাঠ করিয়া শুনাইলে আসামী নিজকে নির্দোষ দাবী করিয়া বিচার প্রার্থনা করেন।

তৎপর রাষ্ট্রপক্ষে মামলা প্রমাণের জন্য অভিযোগপত্রের ১১জন সাক্ষীর মধ্যে ১০ জন সাক্ষী পরীক্ষার জন্য উপস্থাপন করেন, রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের পরীক্ষার পর আসামীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হইলে আসামী নিজকে নির্দোষ দাবী করেন এবং কোন সাফাই সাক্ষী দিবেন না এবং আর কিছু বলার নাই বলিয়া জানান।

আসামী পক্ষের ডিফেন্স কেইস, যাহা জেরা ও ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় আসামীকে পরীক্ষা করা হইবে আবিস্কার হয়, তাহা হইল তিনি নির্দোষ তিনি কোন অপরাধ করেন নাই, তাহাকে মিথ্যা অজুহাতে এই মামলায় জড়ানো হইয়াছে, তিনি বিচার চান।

পুর্ববর্তী অবস্থার নিরীখে ট্রাইব্যুনাল, মামলার সাক্ষীদের সাক্ষ্যাদি নথিতে সংরক্ষিত অন্যান্য উপকরণ ও উপাদান, তথ্য-উপাত্ত এবং উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের যুক্তিতর্ক শ্রবণ, বিবেচনা ও মূল্যায়ন করিয়া সন্তোষ্ট চিত্তে আসামীকে বিরুদ্ধে আইনের ৯(৪)(খ) ধারার অপরাধ সংঘটনের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া এবং রাষ্ট্রপক্ষ উক্ত ধারায় অপরাধ প্রমাণে সন্দেহাতীতভাবে সমর্থ হইলে আসামীকে আইনের ৯(৪)(খ) ধারায় দোষী সাব্যস্তক্রমে ৭(সাত) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডসহ ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ৬ (ছয়) মাসের কারাদন্ড আদেশ প্রদান করিয়াছেন যাহা পূর্বে বিস্তারিত উল্লেখ করা হইয়াছে।যাহার বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইয়া দন্ডিত আপীলকারী অত্র আপীল দায়ের করিয়াছেন।

আপীলটি শুনানীকালে আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ সাইদুর রহমান সঙ্গে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাবা চেমন আক্তার উপস্থিত হইয়া আপীলের স্বপক্ষে নিবেদন করেন যে, মামলাটি মিথ্যা, ভিত্তিহীন, আপীলকারীকে হয়রানী করার জন্য ঘটনার ১মাস ৬দিন পরে মামলা দায়ের হইয়াছে। সাক্ষীরা পরস্পরকে সমর্থন করেন নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৈসাদৃশ্য ঘটিয়াছে। ১নং সাক্ষী ভিকটিম এজাহার হইতে সরিয়া আসিয়াছেন, ডাক্তারের সনদ পত্রে যদিও ভিকটিমের ধর্ষণের কথা উল্লেখ আছে কিন্ত

জবরদস্তিমূলক ধর্ষণের কোন চিহ্ন বা জখমের উল্লেখ নাই। ঘটনার ১মাস ৮দিন পরে ভিকটিমের ডাক্তারী পরীক্ষা হইয়াছে। যেখানে স্বাভাবিকভাবে ধর্ষণের কোন চিহ্ন থাকার কথা না, যাহা ৯ নং সাক্ষী, ভিকটিমকে পরীক্ষাকারী ডাক্তার নিজেই তাহার সাক্ষ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। সাক্ষীরা সবাই পরস্পর আত্মীয়, কোন নিরপেক্ষ সাক্ষী মামলায় সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই। ধর্ষণের কোন আলামত উদ্ধার হয় নাই। পরিকল্পিতভাবে আপীলকারীকে এই মামলায় ফাঁসানোর জন্য কথিত ঘটনার ১মাস ৬দিন পরে মামলা দায়ের হইয়াছে। কিন্ত এত অর্নিধারিত বিলম্বের কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় নাই। অধিকন্তু যেখানে মামলা দায়ের তথা এজাহার, অভিযোগপত্র দাখিল ও চার্জ গঠন হইয়াছে ধর্ষণের অজুহাতে আইনের ৯(১) ধারার বিধান অনুযায়ী কিন্ত নারী শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল আপীলকারীকে সাজা দিয়াছেন আইনের ৯(৪)(খ) ধারার বিধান অনুযায়ী ধর্ষণ করার চেষ্টার অভিযোগে। এখানে ট্রাইব্যুনাল কোন অবস্হায় গঠিত অভিযোগ হইতে সরিয়া আসিয়া অন্য ধারায় সাজা দিতে পারেন না তথা যেখানে ধর্ষণের অভিযোগ সেখানে ট্রাইব্যুনাল ধর্ষণ সংগঠনের চেষ্টার অপরাধে সাজা দিয়াছেন যাহা আইনে রক্ষণীয় নহে। বিজ্ঞ আইনজীবী আরো নিবেদন করেন মামলাটি দীর্ঘ বিলম্বের কারণে ধর্ষণের অভিযোগ বানোয়াট ও পরিকল্পিত সেহেতু মামলাটি রক্ষণীয় নয় বিধায় ট্রাইব্যুনালের উচিৎ ছিল আপীলকারীকে কথিত মামলার মিথ্যা দায় হইতে অব্যাহিত দেওয়া। এবিষয় তিনি Hossain Shially (Fakir)Vs. state 8 MLR পৃস্ঠা নং ৩৫৫ তে প্রকাশিত মামলার নজির উপস্হাপন করেন, যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে-

> “In a case of rape of woman of full age corroboration of the evidence of the prosecutrix is necessary. Inordinate delay in lodging the F.I.R. without satisfactory explanation, non production of alamat, withholding

material witness from being examined make the prosecution case unworthy of credence.''

অন্যদিকে রাষ্ট্রপক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল জনাবা শাকিলা রওশন সঙ্গে জনাবা শারমিনা হক এবং জনাব সোহরাওয়ার্দী সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেলদ্বয় শুনানীকালে আপীলের চরম বিরোধিতা করিয়া বক্তব্য উপস্থাপন করেন যে, অত্র মামলাটি একটি ঘৃণ্য ধর্ষণের অভিযোগের মামলা, দিন মজুর তথা খেয়াঘাটের পাটনি/কামলা স্বামীর অনুপস্থিতে ঘটনার দিন ও সময় ভিকটিমকে একা পাইয়া আপীলকারী তাহার ঘরে ঢুকিয়া ছোরা হাতে খুনের ভয় দেখাইয়া মুখে শাড়ী গুজিয়া ধর্ষণ করিয়াছে। ধর্ষণের এক ফাঁকে তাহার মুখের কাপড় সরাইয়া চিৎকার দিলে সাক্ষীরা ঘটনাস্থলে আসে এবং ৩,৪,৫ নং সাক্ষী আপীলকারীকে ভিকটিমের ঘর হইতে দৌড়াইয়া বাহির হইতে দেখে, যাহারা আদালতে এ বিষয়ে ঘটনার সমর্থনে সুস্পস্ট সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, অধিকন্ত বিষয়টি নিয়া গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একাদিক বার সালিশ বৈঠক হইয়াছে কিন্ত আপীলকারী উক্ত সালিশ বৈঠকে হাজির হন নাই। সালিশরা আপোষ মীমাংসার আশ্বাসে ভিকটিম বাদীনিকে আশ্বস্ত করার কারণে মামলাটি দায়ের করিতে সামান্য বিলম্ব হইয়াছে। আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজে সর্বোপরি গ্রাম অঞ্চলের সামাজিক অবস্থান ধর্ষণের ঘটনার মত মামলা নিয়া সচারচার লোক লজ্জার ভয় সামাজিক অবস্থানের কথা চিন্তা করিয়া কেহ মামলা করিতে উৎসাহিত হয় না, যেক্ষেত্রে ভিকটিম গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মীমাংসার আশ্বাসে যদি আশ্বস্থ হওয়ার কারণে কিছু বিলম্ব হয়, তবে তাহা সন্তোষজনক হিসাবে গণ্য করার উপরোক্ত কারণই যথেস্ট এবং যাহার জন্য রাস্ট্রপক্ষের মামলা ব্যর্থ হওয়ার কোন অবকাশ নাই। এ বিষয়ে আমাদের জুরিসডিকশনসহ এই উপ-মহাদেশের অন্যান্য জুরিসডিকশন এ ভুরি ভুরি নজির রহিয়াছে।

সার্বিক বিবেচনায় তিনি আপীলটি খারিজের নিবেদন করেন এবং আপীলকারীর সাজা বহাল রাখার প্রার্থনা করেন,অন্যথায় সমাজে এধরনের অপরাধ প্রবণতা বাড়িয়া যাইবে।

আমরা এখন নথিতে সংরক্ষিত সাক্ষ্যাদি, তথ্য-উপাত্ত, উপাদান ও উপকরণ বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিব তর্কিত দণ্ডাদেশ ও সাজার রায় উপস্থাপিত সাক্ষ্যাদি ও তথ্য-উপাত্ত অনুযায়ী ন্যায়সংগত কিনা এবং আপীলকারী কোন প্রতিকার পাইতে পারে কিন? এই ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে সাক্ষীদের সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনা করিব।

১নং সাক্ষীঃ

রাষ্ট্রপক্ষের ১নং সাক্ষী বাদীনি ভিকটিম নিজেই, তিনি জবানবন্দী প্রদানকালে বলেন যে, বিগত ০৫/০৭/২০০৫ ইং তারিখে মামলার ঘটনা সেই দিন রাত্রি খাওয়া দাওয়া করিয়া শুইয়া পড়েন তাহার স্বামী যমুনা নদীতে খেয়া পারপার এর কাজে গিয়াছিল। রাত্রি অনুমান ১১ ঘটিকার সময় তাহার স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগে আসামী লুৎফর রহমান তাহার ঘরের দরজা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করে। আসামী ঘরে ঢুকা মাত্রই তিনি হারিকেন এর আলোতে তাকে চিনিতে পারেন, সে এইখানে কেন জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহাকে ছোরা দিয়া ভয় দেখাইয়া চুপ থাকিতে বলে। পরে ছোরাটা মেঝেতে ফেলিয়া দিয়া তাহাকে বলপূর্বক জড়াইয়া ধরে বিছানার উপর শুয়াইয়া বলপূর্বক ধর্ষণ করে। তাহার মুখে শাড়ী গুজাছিল। তিনি কোন রকমে শাড়ী সরাইয়া চিৎকার দিলে তাহার শাশুড়ী সুখীমাই, চাচা শ্বশুর রাবু, গ্রাম্য ননদ নুরজিয়া দৌড়াইয়া আসে। তখন আসামী দৌড়াইয়া পালাইয়া যায়। তাহার শাশুড়ী আসামীকে ধরার চেষ্টা করিলে আসামী তাহাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া চলিয়া যায়। এই ব্যাপারে গ্রাম্য সালিশ বসিয়াছিল। আসামী হাজির না হওয়ায় আদালতে মামলা করে। এজাহারে তাহার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যাহা প্রদর্শনী-১ও ১(১)হিসাবে চিহ্নিত হয়। সাক্ষীদের ঘটনা বলিয়াছিলেন। দারোগা তাহার কাপড় চোপড় জব্দ করিয়াছিল।

জেরাকালে এই সাক্ষী বলেন যে, ঘটনার ১ মাস ৬ দিন পরে মামলা করিয়াছিলেন । মামলা করার সময়ে সাথে তাহার পিতা গিয়াছিল। দারোগা সাহেব মামলা করার ৪/৫দিন পরে জব্দ করিয়াছিলেন, তাহার পিতার বাড়ী হইতে স্বামীর বাড়ী ৩/৪ কিলোমিটার দূরে। ঘটনার পর হইতে প্রায় ১১মাস যাবৎ তিনি তাহার পিতার বাড়ী ছিলেন। তাহার স্বামী ভালভাবে কথা বলেন না এবং আসামীর মা-বোন তাহার সাথে ঝগড়া করিত, হুমকি দিত। তিনি সব সময় রাত্রিতে হারিকেন জ্বালাইয়া রাখেন। কত টাকার কেরোসিন লাগে তাহার স্বামী জানেন। তাহাকে ১০/১৫দিন মিনিট বিছানায় শুইয়া রাখিয়া ধর্ষণ করিয়াছে তাহার ঘরের দরজা ছিল কাঠের এবং তিনি খিল দিয়া শুইয়াছিলেন। তিনি ও তাহার জা একই ঘরের দুই রুমে বসবাস করেন। তিনি থাকেন পূর্বরুমে এবং জা থাকেন পশ্চিম এর রুমে। ঘরের বেড়া ও পার্টিশন খেড় ও বাশ দিয়ে তৈয়ারী ছিল। তাহার জা এবং তার স্বামী সেই ঘটনার রাত্রিতে তাদের রুমে ছিল। তাহার চিৎকারে ১৫/২০ জন লোক জমা হইয়াছিল। প্রথম তাহার শাশুড়ী ও পরে বাবু, নুরজিয়া ঘরে আসে। তাহার শাশুড়ী পশ্চিমদুয়ারী উত্তর পাশের ঘরে থাকিতেন। তাহাদের বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বে রাস্তায় এবং রাস্তায় দক্ষিণ পাশে বাবুর বাড়ী। তাহার বাড়ীর পর রাস্তা তৎপর আনোয়ার, সুনাই ঘর, উত্তরে মসজিদ। রাস্তা ৫/৬ হাত প্রস্থ। যাহারা এসেছিল সবাই পাড়ার লোক। গ্রাম্য কফিল মাষ্টার ও আমিনুল মৌলভী ও আমজাদের নিকট সালিশ দিয়াছিলেন। ঘটনার পরের দিনই সালিশ দিয়াছিলেন। মামলা দায়ের করায় ২দিন পর মেডিক্যাল হইয়াছিল। সাক্ষী জুবেলা তাহার ঝা, ইনছেনা চাচী শাশুড়ী। ভাসুর রুহুল আমিনকে সাক্ষী করেন নাই। সত্য নহে ঘটনার দিন বাবু ও নুরজিয়া তাহাদের বাড়ী ও ঘরে যাই নাই। সত্য নহে ঘটনার দিন হইতে অদ্য পর্যন্ত স্বামীর বাড়ীতে আছেন। গ্রাম্য সবাই ঘটনা জানে। তাহার বাড়ী এবং আসামীর বাড়ী সংলগ্ন হয়। তাহার স্বামী ঘটনার পরেই বাড়ীতে আসেন। তাকে কেহ ডাকিতে যাই নাই। ঘটনার প্রায় আধা ঘন্টা পরে

স্বামী এসেছিলেন। বর্ণিত নদীটা করতোয়া নদী নহে উহা যমুনা নদী। তাহার ঘর হইতে স্বামীর খেয়াস্হান ১কিলোমিটার হইতে কম হইবে। আসামী যে ছুরা ফেলিয়া গিয়াছিল উহা তদন্তকালে দারোগাকে দিয়াছিলাম। সত্য হে আসামী তাহার ঘরে ঢুকে নাই। সতা নহে শাশুড়ী, বাবু আসামীকে পালাইতে দেখে নাই। আদালতের জিজ্ঞাসামতে ডকে দাঁড়ানো আসামীকে তিনি সনাক্ত করেন। যিনি তাহাকে ধর্ষণ করিয়াছিলেন।

২নং সাক্ষীঃ

রাষ্ট্রপক্ষের ২নং সাক্ষী মোছাঃ জুবেলা ওরফে রুপচান জবানবন্দীকালে বলেন যে, বৃহস্পতিবার রাত্রিতে ঘটনা। আষাঢ় মাসের ঘটনা। রাত্রিতে খাওয়া দাওয়া করিয়া শুইয়া পড়েন। রাত্রি ২ ঘটিকার সময় বাদীনি ডাক দিয়া. বলে আমাকে আগাও রক্ষা কর। তখন তিনি উঠিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে দেখেন কেহ নাই। তারপর বাতি লইযা. বাদীনির ঘরে যাইয়া দেখেন দরজা খোলা এবং ঘর অন্ধকার এবং বাদীনি বসে আছে। জিজ্ঞাসা করিলে বাদীনি বলে ঘরে কে ঢুকিয়াছিল সে চিনিতে পারে নাই।

এই সাক্ষীকে বৈরী ঘোষণা করিয়া রাষ্ট্রপক্ষ হইতে জেরা করা হয়। জেরাকালে তিনি বলেন যে, আসামী লুৎফর রহমানের ঘর ১৫/২০ হাত দুরে অবস্হিত। তাহাকে ভাবী বলিয়া ডাকে। সত্য নহে আসামীর মা বাবার সহিত তাহার ভাল সম্পর্ক আছে। সত্য নহে রাত্রি ১১.০০ ঘটিকার সময় বাদীনির চিৎকারে তিনি তাহার শাশুড়ী ও অন্যানা লোকজন সেই ঘরে এসেছিল। সত্য নহে আসামী লুৎফর তাকে ধর্ষণ করেছেন বলে বলিয়াছিল।

ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি বলেন যে, সত্য নহে বাদীনি তাহার পিতার বাড়ীতে থাকিতেন। তাহার শাশুড়ী এবং বাদীনি অদ্য দুপুরে কি খাইয়াছেন জানে না। তিনি মাংস দিয়া ভাত খাইয়াছেন। সত্য নহে তিনি আসামী পক্ষে পক্ষপাতিত্ব করিয়া মিথ্যা সাক্ষী দিয়াছে।

রাস্ট্রপক্ষে পুনঃ জেরাকালে তিনি বলেন যে, বাদিনীর স্বামী নৌকা চালায় না। সে পাওয়ারটিলারে কাজ করে। তিনি ছাড়া কেহ সেই দিন ঘটনাস্হলে ছিল না।

৩নং সাক্ষীঃ

রাষ্ট্রপক্ষের ৩নং সাক্ষী সুখীমাই জবানবন্দীকালে বলেন যে, বাদীনি তাহার পুত্রবধু। গত আষাঢ় মাসের ২১ তারিখ মঙ্গলবার রাত্রি ১১.০০ সময় ঘটনা। সেই সময় বাদিনীর আগাও আগাও (রক্ষা কর রক্ষা কর) শব্দ শুনিয়া বাদীনির ঘরে যাওয়া মাত্র আসামী লুৎফর দৌড়াইয়া চলিয়া যায়। তাহারা তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করে কিন্তু পরে নাই। ঘরে যাইয়া বাদিনীকে চকির উপর পড়া অবস্হায় দেখেন। বাদিনী তাহাকে বলেছে আসামী লুৎফর তাহার ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে ধর্ষণ করিয়াছে। এই বিষয়ে গ্রাম্য সালিশ হয়। কিন্তু আসামী সালিশে আসে নাই। তখন বাদিনীর পিতা মামলা করিয়াছেন।

জেরাকালে এই সাক্ষী বলেন যে, পুলিশের নিকট জবানবন্দী দিয়াছিলেন। গত তারিখের পূর্ব হইতে মামলা দায়ের পর হইতে ভিকটিম তার পিতার বাড়ী ছিলো। সত্য নহে আসামীকে ধরতে চেষ্টা করার কথা পুলিশকে বলেন নাই। তিনি নুরজিয়া এনছেনা, বাবু বাদীনিকে বিবস্ত্র অবস্হায় দেখিয়াছেন। বাদিনী পার্শ্বের রুমে জুবেলা ও তার স্বামী ছিল কিন্তু তাদের ঘরের দরজা বাহির হইতে শিকল দেওয়া ছিল। বড় ছেলে (জুবেলার স্বামী) ভিতর হইতে জোর করিয়া টান দিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসে। জুবেলার (পি ডাব্লিউ-২) স্বামী তার বাড়ীর অংশ বিক্রয় করিয়া শুশুর বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। তাহার সকল ছেলে এবং পাড়ার সকল লোকই আসিয়াছিলেন। প্রায় ২০/২৫জন আসিয়াছিলেন। পাড়ার সিরাজউদ্দিন, গেদুমিয়া, বাবুর মা কমেলা আরও অনেকে আসিয়াছিল। সত্য নহে নুরজিয়াও বাবু ঘটনাস্হলে ঘটনার রাত্রিতে আসে নাই।

৪নং সাক্ষীঃ

রাষ্ট্রপক্ষের ৪নং সাক্ষী বাবু মিয়া জবানবন্দীকালে বলেন যে, বাদিনীকে চিনেন। রোজ মঙ্গলবার রাত্রি বেলার ঘটনা। তিনি এবং বাদিনীর স্বামী ঘাটে ছিলেন। ঘাট হইতে আসার পথে চিৎকার শুনিয়া বাড়ী আসিয়া বাদিনী এবং তার শাশুড়ীর নিকট শুনেন আসামী লুৎফর বাদিনীকে ধর্ষণ করিয়াছে। এই বিষয়ে গ্রামে সালিশ হইলে আসামী সালিশে আসে নাই। ঘটনার পরের দিন বাদিনীর "ঝা জুবেলা (পি ডাব্লিউ- ২) এর ঘরে আসামী গেলে তাহাকে বাদিনী গত রাত্রের ঘটনা জিজ্ঞাসা করিলে সে বাদিনীকে হুমকি দিয়া বলে সে গত রাত্রিও আসছিল আবারোও আসবো। যাহা গ্রামের বহুলোক শুনিয়াছে। পরে বাদিনী থানায় মামলা দায়ের করেন।

জেরাকালে এই সাক্ষী বলেন যে, পুলিশের নিকট জবানবন্দী দিয়াছিলেন। সকাল বেলা ঘটনার কথা শুনিয়াছেন মর্মে পুলিশকে বলেছিলো সত্য নহে। তিনি রাত্রি ও সকালে শুনিয়াছেন। সকালে গুটা গ্রামেই শুনিয়াছিল। গ্রামের বহুলোক সালিশে ছিল। কপিল মাষ্টার, আমিনুল, ফরিদ, ছামাদ সালিশে উপস্থিত ছিল। ঘাট হইতে আসার সময় চিৎকার শুনার কথা পুলিশকে বলিয়াছেন কিনা স্মরণ নাই। নদীটিকে করতোয়া ও যমুনা বলে থাকে। বাদিনীর স্বামী নৌকা চালায়, পাওয়ার টিলার চালায়। সে কামলা খাটে। মাঝা রাস্তার দুই পাশে তিনি এবং বাদিনীর স্বামী ছিলেন। সত্য নহে বাদিনীর স্বামীর সহিত চলাফেরা করেন বলিয়া মিথ্যা সাক্ষী দিয়াছিল। ঘটনার পর হইতে বাদিনী তার পিতার বাড়ী থাকেন।

৫নং সাক্ষীঃ

রাষ্ট্রপক্ষের ৫নং সাক্ষী মোছাঃ নুরজিয়া বেগম জবানবন্দী কালে বলেন যে, আসামী লুৎফর রহমান এবং বাদিনীকে চিনেন। গত আষাঢ় মাসের ২১ তারিখে রোজ মঙ্গলবার

দিবাগত রাত্রি অনুমান ১১.০০ ঘটিকার সময় বাদিনী সায়মার চিৎকারে তিনি তাহার ফুফু, এনছেনা, বাবু,আজিজুর রহমান, সায়মার ঘরে যান। তিনি দেখেন লুৎফর রহমান বাদিনীর ঘর হইতে পালাইয়া. যাইতেছে। তিনি টর্চ লাইটের আলোতে দেখিয়াছিলেন। তিনি বাদিনীকে কাদিতে দেখিয়াছেন। বাদীনিকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে আসামী লুৎফর তাকে ধর্ষণ করার জন্য পারাপারি করে। পরের দিন পুনরায় আসামী বাদিনীর বাড়ীতে আসিয়া তাহার সহিত ঝগড়া করে এবং আসামী বাদিনীকে বলে গত দিন রাত্রিতে আমার আসাতে তুমি কি করিতে পারিয়াছ। সেই সময় তিনি সেই স্হানে যাইয়া আসামীকে ঝগড়া করিতে নিষেধ করিলে আসামী লুৎফর তাহাকে বলেছে সে তাহাকে নিয়া যাইয়া নিকা করিবে। পরবর্তীতে আসামীর মা আসিয়া তাহাদের গালিগালাজ করে। এই ব্যাপারে সায়মা সালিশ ডাকে। সালিশে আসামী আসে নাই। তিন দিন সালিশ ডাকা হয়। আসামী সালিশে না আসায় গ্রাম্য গণ্যমান্য বাক্তিদের পরামর্শে থানায় মামলা করে। মামলা করার পরে দারোগা সাহেব বাড়ীতে এসেছিল এবং সায়মা বেগমের লালশাড়ী, পেটিকোট, ব্লাউজ এবং একটি হারিকেন জব্দ করিয়াছিল। একটি কাগজে জব্দ তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাহার দস্তখত নিয়াছিল।

জেরাকালে তিনি বলেন যে, বাদিনী তাহার ফুফাত ভাই এর বৌ। ঘটনার পর সালিশ হয়। তারপর দারোগা গিয়াছিল। প্রায় ১মাস ৬দিন পরে গিয়াছিল। সময়টা ছিল বেলা ১১.০০ ঘটিকায়। জব্দকৃত মালামালগুলি বাদিনী দারোগাকে দিয়াছিল। তারিখ স্মরণ নাই তবে ১মাস ৬দিন পর তিনি দারোগার নিকট জবানবন্দী দিয়াছিলেন। সত্য নহে ঘটনার রাত্রিতে সায়মার চিৎকার শুনিয়া ঘটনাস্হলে তাহার যাওয়ার কথা বলেন নাই। সত্য নহে টর্চ লাইটের আলোতে আসামীকে দৌড়াইয়া. যাইতে দেখার বিষয় দারোগাকে বলেন নাই। রাত্রের ঘটনা পরের দিন সকালে শুনার কথা দারোগাকে বলেছিলেন সত্য নহে । সত্য নহে ঘটনার রাত্রিতে তিনি সায়মার বাড়ীতে যায় নাই। সত্য নহে ঘটনার রাত্রিতে আসামী সায়মার ঘরে ঢুকার

কথা মিথ্যা। ঘটনার রাত্রিতে সায়মার বাড়িতে রক্ত দেখেন নাই। সত্য নহে মিথ্যা সাক্ষী দিয়াছেন।

৬নং সাক্ষীঃ

রাষ্ট্রপক্ষের ৬নং সাক্ষী আজিজার রহমান জবানবন্দীকালে বলেন যে, গত আষাঢ় মাসের ঘটনা। তারিখ স্মরণ নাই। সময়টা ছিল রাত্রি ১০/১১ ঘটিকা। সায়মার বাড়িতে চিল্লাচিল্লি শুনিয়া ঘটনাস্থলে আসিয়া শুনেন লুৎফর সায়মার ঘরে ঢুকিয়াছিল। এই বিষয় নিয়া গ্রামে সালিশী বসিয়াছিল। সালিশে আসামীরা আসে নাই। আসামী না আসায় সালিশ নামার একটি কাগজ করিয়া দিয়াছিল। মামলার পরে দারোগা সাহেব সাইমার বাড়ীতে আসে এবং সাইমার দেওয়া কাপড় চোপড় জব্দ করিয়াছিল তিনি জব্দ তালিকার স্বাক্ষর করেন।

জেরাকালে এই সাক্ষী বলেন যে, চিল্লাচিল্লি শুনিয়া যাইয়া মেয়ে ছেলে ও ৫/৭ জন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে দেখিয়াছিলেন। গেদু, সিরাজ, গফুর ঘটনাস্থলে গিয়াছিলেন। তিনি সাইমার ভাসুর হন। ঘটনার পর ২/১ দিন পরেই সালিশ বসিয়াছিল। কফিল মাষ্টার, আমিরুল, আমজাদসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন। ঘটনার রাত্রিতে ভিকটিম সাইমাও তাহার মায়ের সাথে তাহার কথাবার্তা হয়। ঘটনাস্থলের ঘর হইতে ১০০ গজ দূরে তাহার বাড়ী। উপস্থিত সকলের মুখে সায়মার ঘরে আসামীর প্রবেশের কথা শুনিয়াছিলেন। সত্য নহে মিথ্যা সাক্ষী দিয়াছিলেন।

৭নং সাক্ষীঃ

রাষ্ট্রপক্ষের ৭নং সাক্ষী মোঃ মঞ্জুরুল ইসলাম জবানবন্দীকালে বলেন যে, বাদীনি সায়মা খাতুন তাহার স্ত্রী। গত আষাঢ় মাসে খেয়া পারাপারের জন্য গিয়াছিলেন। বাড়ী যাইয়া শুনেন আসামী বাদীনিকে ঘরে ঢুকিয়া ধর্ষণের চেষ্টা করে এবং ধর্ষণ করিয়াছে। এই ব্যাপারে গ্রাম্য সালিশ বসিয়াছিল। আসামী সেই সালিশে আসে নাই।

জেরাকালে এই সাক্ষী বলেন যে, স্ত্রীর কাছে ঘটনা শুনার সময় আজিজার ও নুরজিয়া উপস্থিত ছিলেন। তিনি বাড়ী আসিয়া ১০/১৫ জন লোক দেখিয়াছেন। তিনি ভিকটিমের শাড়ী, ব্লাউজ দেখিয়াছিলেন। কত তারিখ সালিশ বসিয়াছিল তাহা স্মরণ নাই। মবিদুল তাহার চাচাত ভাই। সত্য নহে আসামী ভিকটিমের ঘরে ঢুকে নাই।

৮নং সাক্ষীঃ

রাষ্ট্রপক্ষের ৮নং সাক্ষী মোছাঃ এনছেনা বেগমকে টেন্ডার ঘোষণা করা হইলে আসামী পক্ষ হইতে তাহাকে জেরা করেন নাই কিন্তু বিজ্ঞ আদালতের জিজ্ঞাসাবাদে তিনি বলেন যে, আসামী সায়মার ঘরে ঢুকিয়াছিল সত্য। তিনি নিজ চোখে আসামীকে দৌড়াইয়া পালাইতে দেখিয়াছিলেন। সায়মা বলিয়াছিল আসামী তাকে ধর্ষণ করেছে।

৯নং সাক্ষীঃ

রাষ্ট্রপক্ষের ৯নং সাক্ষী ডাঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম, যিনি বাদীনি ভিকটিমকে পরীক্ষা করেন, তিনি বলেন যে, বিগত ১১.০৮.২০০৫ ইং তারিখে তিনি মোছাঃ সায়মা খাতুন এর ডাক্তারী পরীক্ষা করিয়া মতামত প্রদান করেন। পরীক্ষার প্রতিবেদন স্বনাক্ত করেন। জেরাকালে তিনি বলেন, পরীক্ষায় ধর্ষণের আলামত পাওয়া যায়। ভিকটিমের ভেজেনাল কেনেলে ভায়েলেন্স পাওয়া গিয়াছে। মহিলা ডাক্তার ছিল না মহিলা নার্স এর উপস্থিতিতে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। পরীক্ষার ১২ কলাম ভায়েলেন্স না থাকায় লিখেন নাই। ১১.০৮.২০০৫ ইং পরীক্ষা করিয়াছেন। তাতে recent forceful sexual intercourse আলামত পাওয়া গিয়াছিল। উক্ত রিসেন্ট শব্দটি ২ সপ্তাহের পূর্বের ঘটনা পর্যন্ত বর্ধিত হইতে পারে। ভিকটিম বিবাহিত ছিল। ঘটনা কোন তারিখে হইয়াছে উহা লিখার মত কোন ঘর নাই বিধায় লিখেন নাই। পরীক্ষার দুই সপ্তাহের পূর্বের ঘটনা পরীক্ষায় না পাওয়ায় স্বাভাবিক।

১০নং সাক্ষীঃ

রাষ্ট্রপক্ষের ১০নং সাক্ষী তদন্ত কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক বাবু মনোরঞ্জন রায়, জবানবন্দীকালে বলেন বিগত ১১.০৮.২০০৫ইং নবাবগঞ্জ থানায় এস,আই হিসাবে কর্মরত অবস্থায় সেই দিন সায়মা খাতুন টাইপ করা এজাহার দিলে ও,সি সাহেব মামলাটি রুজু করিয়া তাহাকে তদন্তভার দিলে তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র ও সূচীঅংকন করেন।যাহা প্রদর্শনী ৩,৩(১) হিসাবে চিহ্নিত হয়। সাক্ষীদের জবানবন্দী এবং ভিকটিমের ডাক্তারী পরীক্ষা করান। তদন্ত শেষে আসামীর বিরুদ্ধে ৯(১)ধায়ায় অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগপত্র দাখিল করেন। একটি প্রিন্ট এর ছেড়া শাড়ী, একটি পেটিকোর্ট, একটি কমলা রং ব্লাউজ এবং টাটা হারিকেন জব্দ করেন। জব্দকৃত মালামাল আদালতে সনাক্ত করেন। যাহা প্রদর্শনী-২ তাহার স্বাক্ষর প্রদশর্নী-২(৩) হিসাবে চিহ্নিত হয়।

জেরাকালে তিনি বলেন যে, ০৫.০৭.২০০৫ইং ঘটনার তারিখ এজাহার হইয়াছে ১মাস ৬দিন পরে ১১.০৮.২০০৬ইং তারিখ। ভিকটিম সায়মা খাতুন বিবাহিতা। ১১.০৮২০০৫ইং তারিখ ভিকটিমের মেডিক্যাল পরীক্ষা হয়। নথিতে বর্ণিত ডাক্তারী প্রতিবেদন এবং এর ১২নং কলামে ভিকটিমের gvKm অফ ভায়েলেন্স নাই। ভিকটিমের পরনের কাপড় চোপড়গুলির রাসায়নিক পরীক্ষা করা হয় নাই। জব্দকৃত শাড়ী পেটিকোর্টে বীর্যের দাগ ছিল মর্মে উল্লেখ করেন নাই। বাদিনীর বিছানার চাদর জব্দ করে নাই। জব্দকৃত মালামাল বাদিনীর স্বামী তাহাকে দিয়াছিলেন। জব্দকৃত শাড়ী পুরাতন ও ছেড়া ছিল তবে উহা পরনের উপযুক্ত ছিল না সত্য নহে। ৩নং সাক্ষী সুখী মাই বলেন আসামীকে কেন গ্রেফতারের দেরী করিয়াছেন। ৪নং সাক্ষী বাবু মিয়া তাহার নিকট বলেন নাই যে সে বাদিনীর স্বামী সাথে ০৫.০৭.২০০৫ ইং তারিখ রাত্রে নদী ঘাটে গিয়াছিলেন। বাদিনীও তাহার শাশুড়ীর চিৎকার

শুনিয়া ৪নং সাক্ষীর ঘটনাস্থলে যাওয়ার কথা তাহার নিকট বলেন। ৫নং সাক্ষী নুরজিয়া বাদীনি তার শ্বাশুড়ীর চিৎকার ঘটাস্থলে যাওয়ার কথা জবানবন্দীতে বলেন নাই। সাক্ষী নুরজিয়া তাহার নিকট বলেন নাই সে আসামীকে বাদীনির ঘর হইতে পালাইয়া যাইতে দেখেছে। নুরজিয়া চর্ট লাইটের আলোতে আসামীকে দেখিয়াছেন বলেন নাই। ঘটনার পরের দিন বাদীনি বাড়ীতে আসিয়া আসামী গন্ডগোল করেন। সেই সুবাদে বাদীনি মিথ্যা উক্তিতে মামলা করিয়াছিল সত্য নহে। আপীলকারীর মা আসিয়া বাদীনিকে গালিগালাজ করিয়াছে। সাক্ষী এনছেনা বলে নাই যে, সাক্ষীদের পরীক্ষা করতে দেখিয়াছে। সত্য নহে সঠিকভাবে তদন্ত করেন নাই।

এই হইল রাষ্ট্রপক্ষের উপস্থাপিত সকল সাক্ষীদের সাক্ষ্যাদি, তাহা বিবেচনা ও মূল্যায়ন করিয়া ট্রাইব্যুনাল আপীলকারীকে আইনের ৯(৪)(খ) ধারার অপরাধে দোষীসাব্যস্ত করিয়া উপরোক্ত সাজা প্রদান করিয়াছেন।

সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্য্যালোচনাঃ

আমরা এখন প্রদত্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্যাদি পর্য্যালোচনা করিব এবং দেখিব আপীলকারী পক্ষের আপীল মঞ্জুরের কোন জোড়ালো কারণ আছে কিনা? প্রথমে আমরা ১নং সাক্ষী ভিকটিমের জবানবন্দী ও জেরা পর্যালোচনা করিব। ১নং সাক্ষী ভিকটিম তাহার জবানবন্দী ও জেরার বক্তব্য হইল যে আপীলকারী তাহার ঘরে ঢুকিয়া ছোরার ভয় দেখাইয়া মুখে কাপড় গুছিয়া দিয়া বিছানার উপর শোয়াইয়া ১০/১৫ মিনিট ধর্ষণ করিয়াছে। তাহার চিৎকারে তাহার শ্বাশড়ী ৩নং সাক্ষী সুখিমাই ৪নং সাক্ষী বাবু মিয়া ৫ নং সাক্ষী মোছাঃ নুরজিয়া বেগম আসিয়া পড়ায় আপীলকারী ২নং সাক্ষীকে ধা°া দিয়া পালাইয়া যায় ৪ ও ৫ নং সাক্ষী আসিয়া ভিকটিমকে বিবস্এ অবস্থায় দেখে এবং তাহাদের কাছে আপীলকারী কর্তৃক ভিকটিমকে তাহার পড়নের শাড়ী, ব্লাউজ, পেডিকোর্ট, জোর করিয়া ছেড়িয়া ফেলিয়া

ধর্ষণের কথা বলে। ২নং সাক্ষীকে রাস্ট্রপক্ষ বৈরী ঘোষণা করেন। তিনি জবানবন্দিতে বলেন যে রাত ২ টার সময় ভিকটিম আগাও আগাও (বাচাও বাচাও) বলিয়া চিৎকার করিলে তিনি ঘর হইতে বাহির হন, তিনি ভিকটিমের পাশের রুমে থাকেন কিন্ত তিনি কাহাকেও দেখেন নাই, ভিকটিম বলেন কে যেন ঘরে ঢুকিয়া ছিল, তিনি তাহাকে চিনিতে পারেন নাই। তিনি ঘটনার দিন বলেন বৃহস্পতিবার এবং খুব দৃঢ়তার সাথে বলেন তিনি ছাড়া আর কেহ সে দিন ঘটনাস্থলে ছিল না। ট্রাইব্যুনালের জিজ্ঞাসাবাদে তিনি জানান, সত্য নহে ভিকটিম তাহার পিতার বাড়ীতে থাকিতেন। তাহার শ্বাশুড়ী ও ভিকটিম অদ্য দুপুরে কি খাইয়াছেন তিনি জানেন না। তিনি মাংস দিয়া ভাত খাইয়াছেন। ৩নং সাক্ষী ভিকটিম এর শ্বাশুড়ী সুখি মাই বলেন যে আষাঢ় মাসের ২১ তারিখ মঙ্গলবার রাত ১১ টার সময় ঘটনা ভিকটিম এর আগাও আগাও(বাচাও বাচাও) শব্দ শুনিয়া বাদীনির ঘরের দিকে আসিলে আপীলকারী লুৎফর রহমানকে দৌড়াইয়া চলিয়া যাইতে দেখেন, তাহাকে ধরার চেস্টা করে এবং বাদিনীকে চৌকির উপর পড়া অবস্থায় দেখে, বাদীনি তাহাকে বলেছে আপীলকারী লুৎফর তাহার ঘরে ঢুকে তাহাকে ধর্ষণ করেছে। তিনি ৪, ৫, ও ৬নং সাক্ষী বাদীনিকে বিবস্এ অবস্থায় দেখেছেন । ২নং সাক্ষী (বৈরী সাক্ষী) বাদীর জা, তথা তাহার ছেলের স্ত্রী তাহাদের ঘরের দরজা বাহির হইতে শিকল দেওয়া ছিল, তাহার ছেলে ভিতর হইতে জোর করিয়া টান দিয়া দরজা খুলিয়া বাইরে আসে। বর্তমানে তাহার ছেলে তথা ২নং সাক্ষী জুবেলার স্বামী তাহার বাড়ীর অংশ বিক্রি করিয়া শ্বশুর বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। ঘটনার বিষয় সালিশ হয় কিন্ত আপীলকারী সালিশ অমান্য করে সালিশে হাজির হন নাই। রাস্ট্রপক্ষের ৪নং সাক্ষী বলেন যে, ঘাট হইতে আসার পথে চিৎকার শুনিয়া বাদিনীর বাড়ী আসিয়া বাদীনি ও বাদীনির শ্বাশুড়ীর নিকট শুনেন, আপীলকারী লুৎফর বাদীনিকে ধর্ষণ করিয়াছেন। ঘটনাটি মঙ্গলবার রাতের বেলা এ বিষয়ে সালিশ হয়েছিল সালিশে কফিল মাস্টার, আমিনুল,ফরিদ সমাজে আরো

অনেক লোক উপস্থিত ছিল। তিনি রাতে ও সকালে শুনিয়াছেন। সকলে গোটা গ্রামেই শুনিয়াছে। ঘটনার পর দিন ২নং সাক্ষী জুবেলার ঘরে আসিয়া আপীলকারী বাদিনীকে আবার ঘটনা ঘটাবার হুমকি দেয় বলিয়া তিনি সহ বহু লোকে শুনিয়াছেন। আপীলকারী পক্ষের ৫নং সাক্ষী নুরজিয়া বেগম বলেন আষাঢ় মাসের ২১ তারিখ রোজ মঙ্গলবার রাত ১১ ঘটিকার সময় বাদীনির চিৎকারে তিনি তাহার ফুফু (৩নং সাক্ষী) এনজেলা ৮নং সাক্ষী, বাবু ৪নং সাক্ষী, আজিজা রহমান ৬নং সাক্ষী সহ বাদীনির ঘরে যান, তিনি টর্চ লাইটের আলোতে দেখেন আপীলকারী লূৎফর রহমান বাদীনির ঘর হইতে পালাইয়া যাইতেছে, বাদীনিকে কাদিতে দেখে জিজ্ঞাসা করিলে বলে যে আপীলকারী তাহাকে ধর্ষণের জন্য পারাপারি করে। তিনি আরো বলেন পরের দিন আপীলকারী বাদীনির বাড়ীতে আসিয়া ঝগড়া করেন এবং গত রাতে আসিয়া ছিল তাহাতে কি করিতে পারিয়াছে? এ বিষয়ে তিনি আপীলকারীকে ঝগড়া করিতে নিষেধ করিলে আপীলকারী তাহাকেও উঠাইয়া নিয়া নিকা করিবে বলিয়া হুমকি দেয়। আপীলকারী ও তাহার মা তাহাদের গালিগালাজ করে। ঘটনার বিষয় সালিশ হয়। ৩ দিন সালিশ ডাকা হয়। কিন্ত আপীলকারী সালিশে না আসায় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের পরামর্শে বাদীনি মামালা করেন। দারোগা সাহেব বাদীনির শাড়ী, ব্লাউজ, পেডিকোট ও একটি হ্যারিকেন জব্দ করেন। তিনি জব্দনামায় স্বাক্ষর করেন। রাস্ট্রপক্ষের ৬নং সাক্ষী তিনি বলেন আষাঢ় মাসের ঘটনা তারিখ মনে নাই সময় রাত ১০/১১ টা বাদীনির বাড়ীতে চিল্লাচিল্লী শুনিয়া ঘটনাস্হলে আসিয়া শুনেন আপীলকারী বাদিনীর ঘরে ঢুকিয়াছিল। এবিষয়ে গ্রামে সালিশ বসিয়াছিল। আপীলকারী সালিশে আসে নাই। দারোগা সাহেব বাদীনির দেওয়া কাপড় চোপড় জব্দ করিয়াছিল। তিনি তাহাতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, জেরাকালে তিনি বলেন চিল্লাচিল্লি শুনিয়া মেয়ে ছেলেও ৫/৭ জন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে দেখিয়াছিলেন, সালিশে কফিল মাষ্টার, আমিরুল, আমজাদসহ আরো অনেকেই উপস্থিত ছিল। ঘটনার রাত্রিতে তিনি ১নং সাক্ষী ভিকটিম ও

তাহার মা ৩নং সাক্ষীর সংঙ্গে কথাবার্তা বলেন। উপস্থিত সকলের মুখেই শুনেন আপীলকারী বাদিনীর ঘরে ঢুকিয়াছিল। ৭ নং সাক্ষী বাদীনির স্বামী মঞ্জুরুল ইসলাম বলেন বাদীনি তাহার স্ত্রী, গত আষাঢ় মাসে খেয়া পারাপারের জন্য ঘাটে গিয়াছিলেন, বাড়ী যাইয়া তিনি শুনেন তাহার স্ত্রী বাদীনিকে ঘরে ঢুকিয়া আপীলকারী ধর্ষণের চেস্টা করে এবং ধর্ষণ করিয়াছে। এ ব্যপারে সালিশ হয় কিন্ত আপীলকারী সালিশে আসেন নাই। স্ত্রীর কাছে ঘটনা শোনার সময় আজিজার (৬নং সাক্ষী) নুরজিয়া (৫নং সাক্ষী) উপস্থিত ছিলেন। তিনি বাড়ী আসিয়া ১০/১৫ জন লোক দেখিয়াছেন। রাস্ট্রপক্ষের ৮নং সাক্ষী এনজেলা বেগমকে টেন্ডার ঘোষণা করা হইলে আপীলকারীর পক্ষ হইতেও ডিকলাইন ঘোষণা করা হয়। কিন্তু বিজ্ঞ আদালতের জিজ্ঞাসাবাদে তিনি জানান তিনি নিজ চোখে আপীলকারীকে দৌড়াইয়া পালাইয়া যাইতে দেখিয়াছেন। বাদীনি বলিয়াছিল আপীলকারী তাহাকে ধর্ষণ করিয়াছেন। রাস্ট্রপক্ষের ৯নং সাক্ষী ডাঃ রফিকুল ইসলাম তিনি ভিকটিমকে পরীক্ষা করেন, তিনি বলেন পরীক্ষায় ধর্ষণের আলামত পাওয়া যায়, ভিকটিমের ভেজালান ক্যানেলে বাদীনিকে Recent forceful sexual intercorse আলামত পাওয়া গিয়াছিল। তবে তিনি জেরায় বলেন পরীক্ষার ২ সপ্তাহ পূর্বের ঘটনা পরীক্ষায় না পাওয়া স্বাভাবিক। ১০ নং সাক্ষী মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক মনোরঞ্জন রায়, তিনি বলেন তিনি ঘটনাস্হল পরিদর্শন করেন, ঘটনাস্হলের খসড়া মানচিত্র অংকন করেন, সাক্ষীদের জবানবন্দী ও ডাক্তারী পরীক্ষা করান, তিনি ভিকটিমের ছেড়া শাড়ী, পেডিকোট, ব্লাউজ, এবং একটি হ্যারিকেন জব্দ করেন। তদন্ত শেষে আপীলকারীর বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আইনের ৯(১) ধারায় অপরাধের ঘটনা প্রমাণিত হয়। তবে তিনি জেরায় বলেন ডাক্তারী প্রতিবেদনের ১২ নং কলামে ভিকটিম এর Marks of Violence নাই Victim এর কাপড় চোপড়গুলি রাসায়নিক পরীক্ষা করান নাই এবং উক্ত কাপড় চোপড়ে বীর্যের দাগ ছিল তাহা উল্লেখ করেন নাই।

সাক্ষীদের এই সাক্ষ্য পর্যালোচনায় আপীলকারীর পক্ষ হইতে এমন কোন সাজেশন কোন সাক্ষীকে দেওয়া হয় নাই যে, বাদীনি কিংবা বাদীনির স্বামী বা তাহার পরিবারের সংগে কোন প্রকার কোন বিষয় কিংবা জমিজমা সম্পর্কে কোন শত্রুতা ছিল মর্মে আপীলকারীকে সায়েস্তা করার জন্য এই মিথ্যা মামলা দায়ের করা হইয়াছে। আপীলকারী নিজেও ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় বিস্তারিতভাবে তাহার বিরুদ্ধে প্রদত্ত সাক্ষাদি সম্পর্কে সমক্ষ্য ধারণা প্রদান সহ পরীক্ষাকালে এই ধরনের কোন বক্তব্য পেশ করেন নাই। তাই প্রতীয়মান হয় যে, বাদীনির অভিযোগ দায়ের করার যথেষ্ট প্রাথমিক বিশ্বাসযোগ্য কারণ রহিয়াছে। তবে এখন দেখার বিষয় রাষ্ট্রপক্ষ তাহাদের সাক্ষ্য প্রমাণে মামলাটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন কিনা? অন্যদিকে আপীলকারীর পক্ষে নিবেদনের ভিত্তিতে মামলাটি সন্দেহাতীত প্রমাণের অভাবে এবং উল্লেখিত সিদ্ধান্তের আলোকে আপীল মঞ্জুর সহ আপীলকারী দায় হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন কিনা?

ভিকটিম এজাহারে ধর্ষণের যে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন, ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য প্রদানকালে ঘটনাকে সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলিয়াছেন আপীলকারী তাহাকে ছোরার ভয় দেখাইয়া তাহার ঘরে ঢুকিয়া ধর্ষণ করিয়াছেন। যাহা তাহার শ্বাশুড়ী ৩নং সাক্ষী, চাচা শ্বশুর বাবু ৪নং সাক্ষী নুরজিয়া ৫নং সাক্ষীকে বলিয়াছেন এবং তাহারা আপীলকারীকে দৌড়াইয়া পালাইয়া যাইতে দেখিয়াছে। ৩,৪ও ৫নং সাক্ষী বাদীনির সাক্ষ্য সমর্থন করিয়া সাক্ষ্য দিয়াছেন। তবে ৫নং সাক্ষী বলেন যে, আপীলকারী বাদীনিকে ধর্ষণের জন্য পারাপারি করিয়াছেন। ৬নং সাক্ষী ঘটনার কথা বাদীনির কাছে ঐ দিনই শুনিয়াছেন যিনি জব্দতালিকায় সাক্ষীও বটে। তিনি বাদীনির নিকট আপীলকারী বাদীনির ঘরে ঢোকার ঘটনার কথা শুনিয়াছেন বলিয়া তিনি সাক্ষী দিয়াছেন। ৮ নং সাক্ষী আদালতের জিজ্ঞাসা মতে জানান যে, তিনি নিজ চোখে আপীলকারীকে দৌড়াইয়া পালাইয়া যাইতে

দেখিয়াছেন।৭নং সাক্ষী বাদীনির স্বামী। তিনি বলেন আপীলকারী বাদিনীর ঘরে ঢুকিয়া ধর্ষণের চেষ্টা করেন এবং ধর্ষণ করিয়াছেন। তিনি স্ত্রীর কাছে ঘটনা শোনার সময় আজিজা ৬নং সাক্ষী ও নুরজিয়া ৫নং সাক্ষী উপস্থিত ছিল। ৯নং সাক্ষী ডাক্তার মোঃ রফিকুল ইসলাম, তিনি বলেন ধর্ষণের আলামত পাওয়া গিয়াছে। পরীক্ষায় ২ সপ্তাহ পূর্বের ঘটনা প্রমাণ না পাওয়াই স্বাভাবিক। ১০ নং সাক্ষী তদন্তকারী কর্মকর্তা ঘটনার প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ার অভিযোগ দাখিল করিয়াছেন। সার্বিকভাবে ১ হতে ১০ নং সাক্ষীর মধ্যে ২নং সাক্ষী ব্যতীত সকলেই সকল সাক্ষীদের সাক্ষ্যে একটি বিষয় সুস্পষ্ট প্রতীয়মান ঘটনার দিন ও সময় আপীলকারীর ভিকটিম ১নং সাক্ষীর ঘরে ঢুকিয়াছিল, তবে যেহেতু অপরাধটি ধর্ষণের অপরাধ এবং রাতের বেলায় একটি রুমে, যে রুমে শুধুমাত্র ভিকটিম একা ছিল এবং ভিকটিম ধর্ষণের শিকার সেক্ষেত্রে ধর্ষণের ঘটনা ধর্ষক ও ধর্ষিতা এই দুই জন ব্যতীত প্রত্যক্ষ সাক্ষী প্রাপ্তির আসা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ক্ষেত্রে যদি ধর্ষক ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রমান না করেন তবে সেক্ষেত্রে ধর্ষণ বিষয়ে আকট্য প্রমান পাইতে শুধুমাত্র ভিকটিমের জবানবন্দীসহ ডাক্তারী পরীক্ষার উপর নির্ভর করা ছাড়া অন্য কোন উপায় অন্ত থাকে না এবং যেখানে ঘটনার ১ মাস ৮ দিন পর একজন প্রাপ্ত বয়স্কা বিবাহিতা মহিলাকে ধর্ষণের চিহ্নের জন্য পরীক্ষা করা হয়। সেখানে স্বভাবতই ধরিয়া নেওয়ার কথা এত দীর্ঘ দিন পর ভিকটিমের শরীরে ধর্ষণের কোন চিহ্ন/আলামত বিদ্যমান থাকার কথা নয়। এই ক্ষেত্রে প্রদত্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্য এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত ঘটনার প্রাসঙ্গিকতা মিলাইয়া দেখিয়া সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে অযথা একজন বিবাহিত মহিলা কাহারো উপর ধর্ষণের মত জঘন্যতম অপরাধের অভিযোগে মামলা করিতে কখনোই প্রণোদিত হইবে না, কেননা এই ধরনের ঘটনার পরে তাহার সংসার টিকবে কিনা এবং লোক লজ্জার ভয়ে তিনি সমাজে থাকিতে

পারিবেন কিনা সেই সব বিষয় তাহাকে প্রথম ভাবিতে হয়। এই মামলার ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছিল; ঘটনার পর সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রমাণে পাওয়া যায় যে বাদীনিকে তাহার পিতার বাড়িতে চলিয়া আসিতে হইয়াছিল তাহার স্বামী দীর্ঘদিন তাহার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন নাই। ঘটনার পর ১১ মাস তিনি তাহার পিতার বাড়িতে ছিলেন, দ্বিতীয়ত সকল সাক্ষীই বলিয়াছেন যে, ঘটনার একটি সুষ্ঠু সমাধানের জন্য একাধিক বার সালিশ বৈঠকের আয়োজন করা হইয়াছে। কিন্তু আপীলকারী উক্ত সালিশ বৈঠকে হাজির হন নাই। যদিও কোন কোন সাক্ষী সালিশদের নাম উল্লেখ করিলেও সালিশদেরকে সাক্ষী হিসাবে আদালতে উপস্থিত করা হয় নাই। বাদীনির স্বামী একজন খেয়া পারাপারের পাটনী। সে নিয়মিতই অবস্থা দৃষ্টে নির্দিষ্ট সময় তাহার কাজে ঘরের বাহিরে থাকেন। তাহার এই নিয়মিত সময়ের অনুপস্থিতিতে ২০/২২ বৎসর বয়সের একজন যুবকের যৌবনের উম্মাদনার বহিঃপ্রকাশের শিকার বাদীনির হওয়ার সম্ভাবনা কোন অবস্থায় এড়াইয়া যাওয়ার অবস্থাগত পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সায় দেয় না। সবচেয়ে আলোচ্য বিষয় রাষ্ট্রপক্ষের ২নং সাক্ষী বাদীনির জা মোছাঃ জুবেলা বেগম ওরফে রুপচান বেগম, যাহাকে রাষ্ট্রপক্ষ বৈরী ঘোষনা করেন। তাহার সাক্ষ্যে তিনি বলেন ঘটনার দিন বৃহস্পতিবার রাত্র ২-০০ ঘটিকায়, তিনি বাদীনিকে আগও আগাও (বাঁচাও বাঁচাও) বলিতে শুনিয়াছেন কিন্তু বাহির হইয়া কাহাকেও দেখেন নাই। তাহার নিকট বাদীনি বলিয়াছিল ঘরে কে ঢুকিয়াছিল তিনি তাহাকে চিনিতে পারেন নাই। এবং তিনি ছাড়া সেই দিন ঘটনাস্থলে আর কেহ ছিল না।তাহার সাক্ষ্যে ট্রাইব্যুনালের সন্দেহ হইলে ট্রাইব্যুনাল নিজেই আহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তাহার সাক্ষ্য-জেরা পরীক্ষা করিলে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, তিনি কাহারো দ্বারা প্রভাবিত হইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছেন এবং তাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যর অবস্থার ভিত্তিকে আরো মজবুত করিয়াছে। যেমন তিনি বলিয়াছেন ঘটনার সময় রাত্র ২-০০ ঘটিকায় সেক্ষেত্রে বাদীনির স্বামী বাড়িতে থাকারই কথা ছিল।

কেননা গ্রামের বাড়িতে রাত ২-০০ পর্যন্ত কেহ খেয়া পারাপারের জন্য আষাঢ় মাসের দিনে খেয়া ঘাটে বসিয়া থাকিবে না। অন্যদিকে তাহার শ্বাশুড়ী ৩নং সাক্ষী বলিয়াছেন যে (২নং সাক্ষীদের) তাহাদের রুম বাহির থেকে শিকল দিয়া আটকানো ছিল তাহার ছেলে ২নং সাক্ষীর স্বামী ভিতর হইতে জোর দিয়া টান দিয়া দরজা খুলে বাহিরে আসে এবং ইহা বিশ্বাস করার মত যথেস্ট জোরালো যুক্তিসংগত ও নির্ভরযোগ্য কারণ রহিয়াছে যে অপরাধী পাশাপাশি রুমে নিশ্চিন্তে অপরাধ করার জন্য তাহার নিরাপত্তার স্বার্থে অন্য কক্ষে শিকল দেওয়ার মত পদক্ষেপ গ্রহণ স্বাভাবিক আচরণ। যেখানে ২নং বৈরী সাক্ষী দরজায় শিকল দেওয়া ছিল যাহা ৩নং সাক্ষী তাহার শাশুড়ী সাক্ষ্য দিচ্ছেন সেক্ষেত্রে ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে বাহির হওয়া এবং কাহাকেও না দেখার বিষয় সত্যি হাস্যকর। তবে একথা স্বীকার্য্য. যে ২নং সাক্ষীর সাক্ষ্য মতে বাদীনি চিৎকার দিয়া আগাও আগাও (রক্ষা কর) বলিয়াছেন যাহা ২নং সাক্ষী শুনিয়াছিলেন এবং আদালতে তাহা বলিয়াছেন, তবে তিনি সময় ও দিন সঠিক না বলায়, যেখানে সকল সাক্ষীগণ ঘটনার সময় রাত ১১.০০ ঘটিকা এবং ঘটনার দিন মঙ্গলবার বলেন সেখানে তিনি ঘটনার সময় বলেন রাত ২.০০ ঘটিকা এবং দিন বলে বৃহস্পতিবার এবং নিজকে একমাত্র ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হিসাবে দাবী করেন, যাহা প্রভাবিত হইয়া বৈরিতার সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ বলিয়া প্রতীয়মান, যাহাতে ঘটনা ঘটার পক্ষে অবস্থাগত ও পরিপার্শ্বিক সাক্ষ্যের যোগসূত্রের গাঁথুনি দৃঢ়তার দিকেই ধাবিত হয়।

প্রতীয়মান যে, আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী মহোদয়ের আপীল মঞ্জুরের স্বপক্ষে প্রধান বক্তব্য এই যে, এজাহার দায়ের হইয়াছে কোন সন্তোষজনক বিলম্বের কারণ ছাড়াই অনির্ধারিত ১মাস ৬দিন পর এ বিষয়ে তিনি 8MLR এর ৩৫৫ পৃষ্ঠায় নজির উল্লেখ করিয়াছেন। সেই আলোকে এই অনির্ধারিত বিলম্বের জন্য মামলাটি খারিজ হওয়া উচিৎ ছিল; দ্বিতীয়তঃ বাদীনি এজাহারের বর্ণিত ঘটনা হইতে সরিয়া আসিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন

যাহাতে ঘটনা প্রমাণে সন্দেহ উদ্রেক হইয়াছে এবং এই সন্দেহের সুবিধা আপীলকারী পাইবেন। ইহা ছাড়া অন্যান্য সাক্ষীগণ তাহাদের পুর্বে প্রদত্ত বিবৃতি হইতে বিচ্যুত হইয়া সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, যাহা ঘটনা প্রমাণের অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে বিধায় আপীলকারী তাহার সুবিধা পাইতে হকদার। তৃতীয়তঃ মামলার অভিযোগ আইনের ৯(১) তথা ধর্ষণের অপরাধ, সেই অনুযায়ী এজাহার, অভিযোগপত্র দাখিল এবং ট্রাইব্যুনাল অভিযোগ গঠন করিয়াছেন কিন্তু ট্রাইব্যুনাল আপীলকারীকে সাজা দিয়াছে আইনের ৯(৪)(খ) ধারায় ধর্ষণ করার চেষ্টার অপরাধে বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য যাহা ট্রাইব্যুনাল পারেন না বিধায় বিচারকার্য ভিসিয়েটড (vitiated) হইয়াছে, সেহেতু ন্যায় বিচারের স্বার্থে আপীল মঞ্জুর হইবে এবং আপীলকারী আইনতঃ কথিত দায় হইতে অব্যাহতি পাইবেন।

আমরা এখন আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী সাহেবের বক্তব্যসমূহ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করিব। প্রথমত এজাহার দায়েরের বিলম্বজনিত কারণ সন্তোষজনক কিনা এবং আপীলকারী কোন সুবিধা পাইতে পারেন কিনা? ইহা সত্য যে ঘটনার ১মাস ৬দিন পর এজাহার দাখিল করা হইয়াছে, বিলম্বে কারণ হিসাবে উল্লেখ আছে আসামী আপোষের জন্য কথা বলায় মামলা করিতে বিলম্ব হইয়াছে। যেখানে ধর্ষণের মত ঘটনা এবং একাধিকবার সালিশ বৈঠক বসিয়াছে মর্মে সকল সাক্ষীগণ তাহাদের সাক্ষ্যে এ কথা বলিয়াছেন এমনকি সালিশদের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু আপীলকারী সালিশে উপস্থিত হন। এমনকি আপীলকারী পক্ষে সালিশ মীমাংসার বিরুদ্ধে কোন জেরা কিংবা কোন সাজেশন প্রদান করা হয় নাই, এক্ষেত্রে বিলম্বের কারণ হিসাবে যে ব্যাখ্যা এজাহারে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং অন্যান্য সাক্ষীগণ যখন তাহাদের সাক্ষ্য সালিশের কথা বলিয়াছেন সেক্ষেত্রে বিলম্বের কারণ হিসাবে সালিশ মীমাংসার অযুহাত সন্তোষজনক বলিয়া গ্রহণযোগ্য।

কেননা ব্যাখ্যার বিশ্বাস যোগ্যতার আলোকে বিলম্ব সম্পর্কে অনুধাবন করিতে হইবে এবং বিবেচনার জন্য মামলার প্রদত্ত সমস্ত ঘটনা ও মামলায় পারিপার্শ্বিক ঘটনার উপর নির্ভর করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে 39 DLR(AD)166 The State vs. Fazal and others মামলার নজির এখানে প্রণিধানযোগ্য। যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে-

> "The delay is to be understood in the light of the plausibility of the explanation and must depend for consideration on all the facts and circumstances of a given case-here it is the fear of the accused assassins".

যেক্ষেত্রে বিলম্বের দরুণ বাদীনির কিছুই লাভ করে না, কিংবা চিন্তা ভাবনা করিয়া বা আরো অনেকের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তি ছাড়াও আরো ব্যক্তির নাম হয়রানির মানষে জড়িত করিয়াছেন সেই জন্য বিলম্ব করিয়াছেন। সমগ্র মামলার সাক্ষ্য জেরা দন্ডিত-আপীলকারীর ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারার পরীক্ষা কিংবা তথ্য-উপাত্ত কোথায় এতটুকু বিন্দু বিসর্গ ইঙ্গিত পাওয়া যায় নাই যে, ভিকটিম কিংবা তাহার স্বামী কিংবা তাহার পরিবারের সঙ্গে আপীলকারীর কোন শত্রুতা ছিল, যে জন্য শত্রুতার কারণে এই মামলার উদ্ভব হইয়াছে এবং এই জন্য এই বিলম্বের সুবিধা দন্ডিত আপীলকারী পাইবে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখা যায় আপীলকারী একার বিরুদ্ধেই ভিকটিমের অভিযোগ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একইরুপ, সেই ক্ষেত্রে এজাহারে বিলম্বের কোন ব্যাখ্যা না থাকিলেও গুরুত্ব দেওয়া সমীচীন নহে। এখানে আমরা 1970 Supreme Court Monthly Review 797 Mohamad Gul Vs. the State মামলায় গৃহীত সিদ্ধান্ত নজির হিসাবে বিবেচনায় নিতে পারি। যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> "The prosecution has gained nothing by this delay-there is no previous back ground of enmity between the parties –the

delay remains unexplained but not importance, could be attached to such delay. "

একটা বিষয়ে আমাদের মনে দোলা দেয় যে, কথিত সালিশদারগণকি ইচ্ছাকৃতভাবে বা কোন ভাবে প্রভাবিত হইয়া বাদীনি ভিকটিমকে মামলা দায়ের করিতে বিলম্ব ঘটাইয়েছিল কিনা, যেন ধর্ষণের চিহ্ন/আলামত যাহাতে নষ্ট হয়; তবে সালিশদারদের ধন্যবাদ দেই যে তাহারা সালিশীর নামে শরিয়তপুরের হেনা আক্তার এর ঘটনার মত ঘটনার জন্ম দেন নাই। তথা বাদীনি ভিকটিম উল্টো সালিশীর নামে ফতোয়াবাজীদের শিকারে পতিত হন নাই।

এজাহারকারীর যদি কোন অসৎ উদ্দেশ্য না থাকে এবং বিলম্বের কারণ যদি অবস্থা দৃষ্টে পারিপার্শ্বিক অবস্থাও ঘটনার আলোকে বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য হয় এবং তাহা যদি অভিযোগকারীর মামলাকে ক্ষতিগ্রস্থ না করে, এবং এই বিলম্বে মামলায় কোন প্রভাব না ফেলে তবে তাহা বিবেচনায় নেওয়া যায়। এই ক্ষেত্রে আমাদের সর্বোচ্চ আদালতের (Rakhal Chandra Dey alias Rakhal VS. The State 8 MLR (AD)61 মামলার নজির প্রণিধানযোগ্য। যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে, “Delay in lodging FIR when satisfaction explained is not fatal for the prosecution. এক্ষেত্রে ভারতীয় জুরিসডিকশনের একটি নজির এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যাহা Surpeme Court Cases (2005) Vol 9-196-E) Harbans Kaur and another Vs. State of Haryana মামলায় সিদ্ধান্ত হয়-

> “If there is absence of motive for falsely implicating the accused and plausible explanation for the delay even long delay can be condoned whether delay would render prosecution case suspect would depend upon facts of each case-On facts held, delay not fatal to the prosecution case".

এই ক্ষেত্রে একই জুরিসডিকশনের 2006 S.C. 3084 (A) Vol-3 Dildar Sing Vs. State of Punjab মামলার নজির যথাচিত যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে-

> "Ritualistic formula of doubting and discarding prosecution case on count of delay- cannot be adopted–Rape on minor girl by her teacher. F.I.R. lodging three months after incident- Conviction recorded by rejecting plea of delay in loding the F.I.R.- proper. "

আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী সাহেব এর দ্বিতীয় বক্তব্য হইতেছে এজাহারকারী ভিকটিম ১ নং সাক্ষী এজাহারে যে বক্তব্য দিয়াছেন জবানবন্দীকালে সেই বক্তব্য/বিবৃতি হইতে সরিয়া আসিয়াছেন এবং অন্য সাক্ষীগণ ও তাহাদের পুর্বের বক্তব্য/বিবৃতি হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন তথা তাহাদের পূর্বের বক্তব্য/বিকৃতির সঙ্গে মিল না থাকার জন্য সাক্ষীদের সাক্ষ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা হারায় যাহার সুবিধা আপীলকারীর পক্ষে যায়।

প্রতীয়মান যে, ইহা একটি ধর্ষণের মামলা সংবাদদাতা এজাহারে ধর্ষণের ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা প্রকাশ্য আদালতে হুবহু বর্ণনা বাংলাদেশ কেন বিশ্বের কোন দেশের কোন নারীর পক্ষের সম্ভব নয়। আর এধরণের ধর্ষণের ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ শুনার জন্য নিশ্চয়ই আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর সভ্যতা ও ভব্যতা সায় দিবেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিনা। তবে এজলাসের অনেকের নিকট বিষয়টি খুবই মুখরোচক হইত! নিশ্চয়ই তাহাদের দলে আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী সাহেব হয়তো পড়েন না। তবে আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী সাহেব এর এই বক্তব্য সাক্ষ্য আইনের ১৪৫ ধারায় বাধা প্রাপ্ত। কেননা কোন সাক্ষীদের জেরাকালে তাহাদের পূর্বে প্রদত্ত বিকৃতির সঙ্গে বর্তমান বক্তব্যের বৈপরীত্য প্রদর্শিত হইয়াছে এম কোন দৃষ্টি আকর্ষণ

আপীকারীর পক্ষ হইতে করা হইয়াছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমান পাওয়া যায় নাই। বিষয়টি আরো স্পষ্ট করার জন্য সাক্ষ্য আইনের ১৪৫ধারা বিষয়বস্তু নিম্মে উদ্বৃত হইলঃ

> "Cross-Examination as to previous statement in written. A witness may be cross-examination as to previous statements made by him in writing or reduced into writing and relevant to matters in question, without such writing being shown to him, or being proved; but if it is intended to contradict him by the writing, his attention must, before the writing can be proved, he called to those parts of it which are to be used for the purpose of contradictory him".

এক্ষেত্রে আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য আইনে সমর্থন করে না।

ধর্ষণের মত ঘটনা নিয়া সচরাচর প্রকাশ্য মামলা মোকদ্দমা এড়াইতে তথা আদালতে বিচার প্রার্থী হইতে মানবীয় আচার আচরণের পরিপন্থী। নেহায়েত যখন লোক লজ্জা, মান সম্মান সব কিছুই হারাইতে বসে কেবলমাত্র সেইরূপ পরিস্থিতিতে ধর্ষণের মত ঘটনা নিয়া মানুষ আদালতের দ্বারস্ত হয়। তারপর ও ধর্ষণ সংঘঠনকে পাশ কাটাইয়া মামলা দায়ের করার প্রবণতা আমাদের সমাজে বেশী পরিলক্ষিত হয়। এই ক্ষেত্রে 25 BLD 343 Fatema Begum Vs. State Vs. Aminur Rahman মামলার নজির প্রণিধানযোগ্য; যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> "First F.I.R. was lodged by the father of the victim but not disclosing the incident of rape of his college going daughter for family prestige,(G.R. No. 60 of 2002), 2nd F.I.R. was lodged by the victim daughter, when two accused of 1st F.I.R. were arrested and make confession admitting the incident of rape (P.S.Case No. 18 of 29.7.2002)."

তৃতীয়তঃ আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী সাহেব এর বক্তব্য, যেহেতু এজাহার হইয়াছে আইনের ৯(১)ধারায় ধর্ষণের অভিযোগে, সেই অনুযায়ী অভিযোগপত্র দাখিল হইয়াছে এবং সর্বোপরি ট্রাইব্যুনাল অভিযোগ গঠন করিয়াছেন, সেহেতু আপীলকারীকে ধর্ষণ

করার চেষ্টার অপরাধে তথা আইনের ৯(৪)(খ) ধারায় শাস্তি দেওয়া অন্যায়, যাহা ট্রাইব্যুনাল আইন বর্হিভূত করিয়াছেন বিধায় তাহার সুবিধা আপীলকারী পাইতে হকদার। বিজ্ঞ আইনজীবী সাহেবের এই বক্তব্যের সঙ্গেও আমার একমত হইতে পারি নাই। সাধারণত দেখা যায় এজাহার বা অভিযোগের দরখাস্তে একাধিক অপরাধের ধারা উল্লেখ থাকে, তবে সবসময়ে সকল ধারায় যেমন অভিযোগ গঠন হয় না, তেমন সাজা হয় না, এবং সাক্ষ্য প্রমানের ভিত্তিতে বিচারক যে ধারায় অপরাধ সং ঘটনের প্রমান পান যেই ধারাই সাজা প্রদান করিয়া থাকেন, যাহা ফৌজদারী আইনে রীতিসিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত নিয়ম এবং সাক্ষ্য প্রমানের ভিত্তিতে আইনের যে ধারায় অভিযোগ প্রমানিত হয় সেই ধারায় অপরাধীকে সাজা প্রদানে আইনে কোন বাধা নাই। এই ক্ষেত্রে আমাদের সর্বোচ্চ আদালতের 53 DLR (AD)50 Rajib Kamrul Hasan and 3 others Vs.The State মামলার নজির প্রণিধানযোগ্য, যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> “The offence of rape failed but from the evidence on record it transpired that the appellants committed immoral acts with respect to the women. This is highly an immoral act in relation to the women as contemplated in section 9(Ka) of the Ain and, as such, there is no legal bar in conicting the appellants for the minor offence when the same transpired in evidence. "

ভিকটিমের এজাহার এবং তাহার জবানবন্দীর মধ্যে শুধুমাত্র পার্থক্য এজাহারে ধর্ষণের ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, জবানবন্দীতে তাহা পূর্নাঙ্গভাবে ধর্ষক কর্তৃক তিনি ধর্ষিত হইয়াছিলেন তাহার বর্ণনা পূর্ণাঙ্গ হয় নাই। তিনি জেরাকালে বলেন যে তিনি কাঠের দরজার খিল দিয়া ঘুমাইয়াছিল আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী সাহেব এর বক্তব্য খিল না ভাঙ্গিয়া কিভাবে আপীলকারি ঘর ঢুকিতে পারে এজাহার এবং

জবানবন্দীতে দরজা ঠেলিয়া ঘর ঢুকার কথা বলা হইয়াছে। এখন দেখার বিষয়, যে ঘরের বেড়া খড় আর বাঁশের সে ঘরের দরজায় খিল বলিতে কি বুঝাইত চাহিয়াছন? আর অবস্থাদৃস্টে সে খিল শুধু নাম মাত্র খিলই বলা যায়। এই ছাড়াও আরো কিছু গড়মিলের কথা বিজ্ঞ আইনজীবী সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন যেমন কোন আলামত উদ্ধার হয় নাই। কিন্ত জব্দতালিকা যাহা প্রদর্শনী-২,২(৩) হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। সেখানে দেখা যায় ভিকটিমর ব্যবহৃত ছেড়া শাড়ী, পেটিকোট, ব্লাউজ এবং একটি হ্যারিক্যান জব্দ করা হইয়াছ, যাহা তদন্তকারী কর্মকর্তা জব্দ করিয়াছেন মর্মে তাহার জবানবন্দীতে উল্লেখ করিয়াছেন প্রদর্শনী হিসাবে সনাক্ত করিয়াছেন। এই রকম সামান্য কিছু বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় তবে আমাদের অভিমত একটি মেয়ে ধর্ষিত হইল মানবীয় আচরণ অনুযায়ী মানসম্মানের ও লোক লজ্জার ভয়ে বিষয়টি জানাজানি না হইল সাধারণত তাহা চাপিয়া যাওয়া হয়। এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইত না যদি না ঘটনাটি জানাজানি হইয়া যাইত এবং ভিকটিমক তাহার পিতার বাড়ীত আশ্রয় নিতে বাধ্য হইতে না হইত, সে ক্ষেত্রে তাহার উপর সংঘঠিত ঘটনা অন্য খাতে প্রবাহিতের প্রতিবন্ধক ও তাহার স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক টিকিয়া রাখার স্বার্থই বিলম্ব হই-লও মামলা করিত বাধ্য হইতে হইয়াছে এবং তাহা তাহার পিতার বাড়ী হইতে তাহার পিতা-কে সঙ্গে নিয়া কেননা ঘটনা ঘটার পর তাহাকে পিতার বাড়ী যাইতে হইয়াছে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের বীরঙ্গনাদের অনেককেই এ দেশ হইতে বিদেশে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল, স্বাধীনতাউত্তর পূর্ণবাসন কার্যক্রমের আওতায় বিদেশী সাহায্য দাতাদের মাধ্যমে বীরঙ্গনার চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য। জম্মদাতা পিতামাতা পর্যন্ত তাহাদের গ্রহন করিতে ও পরিচয় দিতে অস্বীকার করেছিলেন লোক লজ্জা ও সামাজিক মান সম্মানের ভয়ে, এমনকি এখনও এ দেশের অনেক বীরঙ্গনাদের তাহাদের স্বামীর বা পিতার সংসারে আশ্রয় মেলে নাই, এমনও অসহায় বীরঙ্গনাদের দেখা যায় যাহারা ভিক্ষা করিয়া জীবন যাপন

করিয়াছেন এবং করিতেছেন। সে দেশে ধর্ষিত গৃহবধু/মেয়েদের নিকট স্বাধীনতা যুদ্ধের বীরঙ্গনাদের পরিনতির কথা স্মরণে নিয়া চিন্তাভাবনা করিয়া পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হয়। অন্যথায় স্বামী-সংসার, পিতৃ-মাতৃকুল সবকিছুই হারাইতে হয়।

অতএব সার্বিক আলোচনা, পর্যালোচনা, উপরোক্ত নজিরগুলির সিদ্ধান্ত, ট্রাইব্যুনালের রায়, আপীলকারীর আপীলের আবেদনপত্র; উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী সাহেবের বক্তব্য ও মামলার অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত, উপকরণ ও উপাদান, সাক্ষ্যাদি ইত্যাদি আমরা অত্যন্ত নিবিড়ভাবে অন্তারিকতার সহিত বিচার বিশ্লেষণ মূল্যায়ন ও বিবেচনা করিলাম, যেখানে ট্রাইব্যুনালের প্রদত্ত তর্কিত রায়ে এবং দন্ডাদেশ ও সাজা প্রদানে এমন কোন এুটি বিচ্যুত, ভুল ভ্রান্তি, অসংগত, কিংবা বে-আইনী কোন তৎপরতা পরিলক্ষিত হয় নাই; যাহাতে হস্তক্ষেপ করার মত কোন অবকাশ আছে। এমতাবস্তায় তর্কিত রায়ে হস্তক্ষেপ করা মত ন্যূনতম হেতুবাদ না থাকার কারণে আমরা একমত যে, আপীলকারীর আপীলটি না মঞ্জুর হওয়া আইন সংগত এবং তাহাই ন্যায় বিচারের পরিপূরক।

অতএব,

ফলাফল

উপরোক্ত অবস্থা, ঘটনা পর্যলোচনা ও সিদ্ধান্তের আলোকে আপীলটি না-মঞ্জুর করা হইল। ৩১.০৫.২০০৬ইং তারিখে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, দিনাজপুর কর্তৃক নারীও শিশু নির্যাতন মামলা নং-৩৭০/২০০৫ যাহার জি,আর নং-১৯৯/২০০৫ যাহা নবাবগঞ্জ থানার মামলা নং-১৪ তারিখ ১১.০৮২০০৫ হইতে উদ্ভুত, তাহাতে প্রদত্ত সাজার দন্ডাদেশ ও রায় বহাল রাখা হইল। সেই সঙ্গে দন্ডিত-আপীলকারী মোঃ লুৎফর রহমান ওরফে মোঃ লুৎফর এর জামিন বাতিল করা হইল। তাহার জামিনের মুচলেকা প্রত্যাহার করা হইল। দন্ডিত-আপীলকারীকে আদেশ প্রকাশের ৩০ দিবসের মধ্যে

সাজার অবশিষ্ট সময় ভোগ করার জন্য ট্রাইব্যুনালে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হইল। যদি স্বেচ্ছায় তিনি আদালতে আত্মসমর্পণ না করেন, তবে ট্রাইব্যুনাল তাহার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী পূর্বক আটক করিয়া কারাগারে প্রেরণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

বিচারিক ট্রাইবুনালের নথি রায়ের কপিসমূহ সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালে অতিসত্বর প্রেরণের নির্দেশ দেওয়া হইল।

wePvicwZ G,†K,Gg, dRji ingvbt

Awg GKgZ|